দৈনিক

4 JAN

শিশুর কাঁধে বইয়ের বোঝা

শিশুদের জন্য শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া আগামী ছয় মাসের মধ্যে আইন করিতে সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন হাইকোর্ট। এই সংবাদ গত মাসের। ইতোমধ্যে গত রবিবার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এই নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায়ও প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, শিশু শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন কী পরিমাণ হইবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নাই। ফলে দেখা যাইতেছে, নানা ধরনের সিলেবাসের কারণে শিক্ষার্থীরা ভারীব্যাগ বহন করিতে বাধ্য হইতেছে। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যাহাতে বাধাগ্রস্ত না হয় এইজন্য সরকারকে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হইল। তবে আইন প্রণয়ন সময়সাপেক্ষ। তাই শিশুদের ভারী স্কুলব্যাগ বহন করা যাইবে না মর্মে এক মাসের মধ্যে সার্কুলার জারি করিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। একই সাথে কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি শিশুদের ওই ওজনের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ বহনে বাধ্য করে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আর, শিশুর পিতামাতার সচেতনতাসংবলিত নির্দেশনার পরিপত্র জারি করিতেও বলা হইয়াছে।

ইতোপূর্বে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে শিশুদের ভারী স্কুলব্যাগ বহন নিয়া প্রকাশিত প্রতিবেদন হাজির করিয়া সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন আইনজীবী একটি রিট আবেদন করিয়াছিলেন। বলা হইয়াছিল, ভারী স্কুলব্যাগ বহনের ফলে পিঠে ব্যথা ও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে না পারার কষ্ট নিয়া শিশুরা চিকিৎসকদের কাছে আসিতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়, ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার শিশুদের শারীরিক ওজনের ১০ শতাংশের বেশি নহে এমন স্কুলব্যাগ বহনে একটি নির্দেশনা জারি করিয়াছে। আমাদের সরকারও যাহাতে অনুরূপ আইন করে সেই বিষয়ে নির্দেশনা চাওয়া হয়। হাইকোর্ট সেই সময়ই ভারী ব্যাগ বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারির নির্দেশনা দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারি করা হইলেও তাহা কার্যকর হইতে দেখা যাইতেছে না। ২০১৬ পার হইয়া গেলেও দেখা যাইতেছে, শিশুরা ভারী ব্যাগ বহন করিতে বাধ্য হইতেছে। এই বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যমের কোনো স্কুলে নজরদারিও নাই। এখন আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

ছেলেমেয়েদের, বিশেষত শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরতদের জন্য ব্যাগ নিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু তাহা আর আনন্দময় থাকে না বিদ্যালোভী অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কারণে। তাহারা সকল শিশুকেই 'আইনস্টাইন' বানাইতে চাহেন। ফলে বিদ্যাশিক্ষা শিশুর স্বভাব ধ্বংসকারী বোঝা হইয়া ওঠে। স্কুলব্যাগের বোঝাকে কেবল শারীরিক ক্লেশ দিয়া বুঝিলেই চলিবে না। ওজনদার পাঠ্যবইয়ের বোঝা কেবল বহন করিতে নহে, পড়িতেও হয়; বাড়িতে ফিরিয়া ঘাড়মুখ গুঁজিয়া একগাদা হোমওয়ার্কও করিতে হয়। অর্থাৎ, শুষ্কজ্ঞানের বোঝাও তাহাদের বহিয়া চলিতে হয়। ফলে জগৎবিচ্ছিন্ন কলুর বলদের মতো তাহারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ যন্ত্রণাতেই কাতর হইতে থাকে। পরিণতিতে, বড় হইয়াও তাহারা বহির্জগতে একা চলিতে অক্ষম থাকিয়া যায়। এইরূপ কৃত্রিম জ্ঞানবিদ্যাচর্চা নিয়া জগৎ জুড়িয়াই সমালোচনা চলিতেছে। ইউরোপে আজকাল কৃত্রিম স্কুলের বিপরীতে প্রাকৃতিক স্কুল ধারণা ক্রমেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আশার কথা হইল, বইয়ের বোঝা কমাইতে সরকার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে যাইতেছে। আমরা আশা করিব, শিশুশিক্ষা যতটা পারা যায় প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক রাখিতেও সকলে তৎপর থাকিবেন।